শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৩

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

"অমৃত বর্ষণ ধারা"

শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের

প্রবচণ থেকে সংগৃহীত বিবিধ পারমার্থিক বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ

জড়-জাগতিক ও পারমার্থিক

বিপদাশঙ্কা

কথিত আছে যে, নারী যদি তার স্বামীকে কৃষ্ণের প্রতিনিধির মতো দেখে, শিষ্য যদি তার গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলে ভাবে। আর যদি দেশবাসী তাদের রাজাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ মনে করে, তবেই তারা যথার্থ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে। যদিও স্বামীকে কৃষ্ণ বলা চলে না এবং তাঁর অনেক দোষত্রুটি থাকিতেও পারে, তা হলেও স্ত্রী যদি স্বামীর নির্দেশাদি মেনে চলে (অবশ্য যদি সেগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় নীতি বিরোধী উদ্ভট পরামর্শ না হয়) আর সেগুলিকে কৃষ্ণেরই ইচ্ছা বলে মনে করে নেয়, তা হলে তার ফলেই সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠে। ঠিক সেইভাবে, শিষ্য যদি মনে করে নেয়, গুরুদেব যা বলেন তা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা, তবে সে-ও কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা নিজেদের ভাবধারা সৃষ্টি করতে থাকি কি করা উচিত আর কি করা অনুচিত, তখনই আমরা তার জন্যে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি।

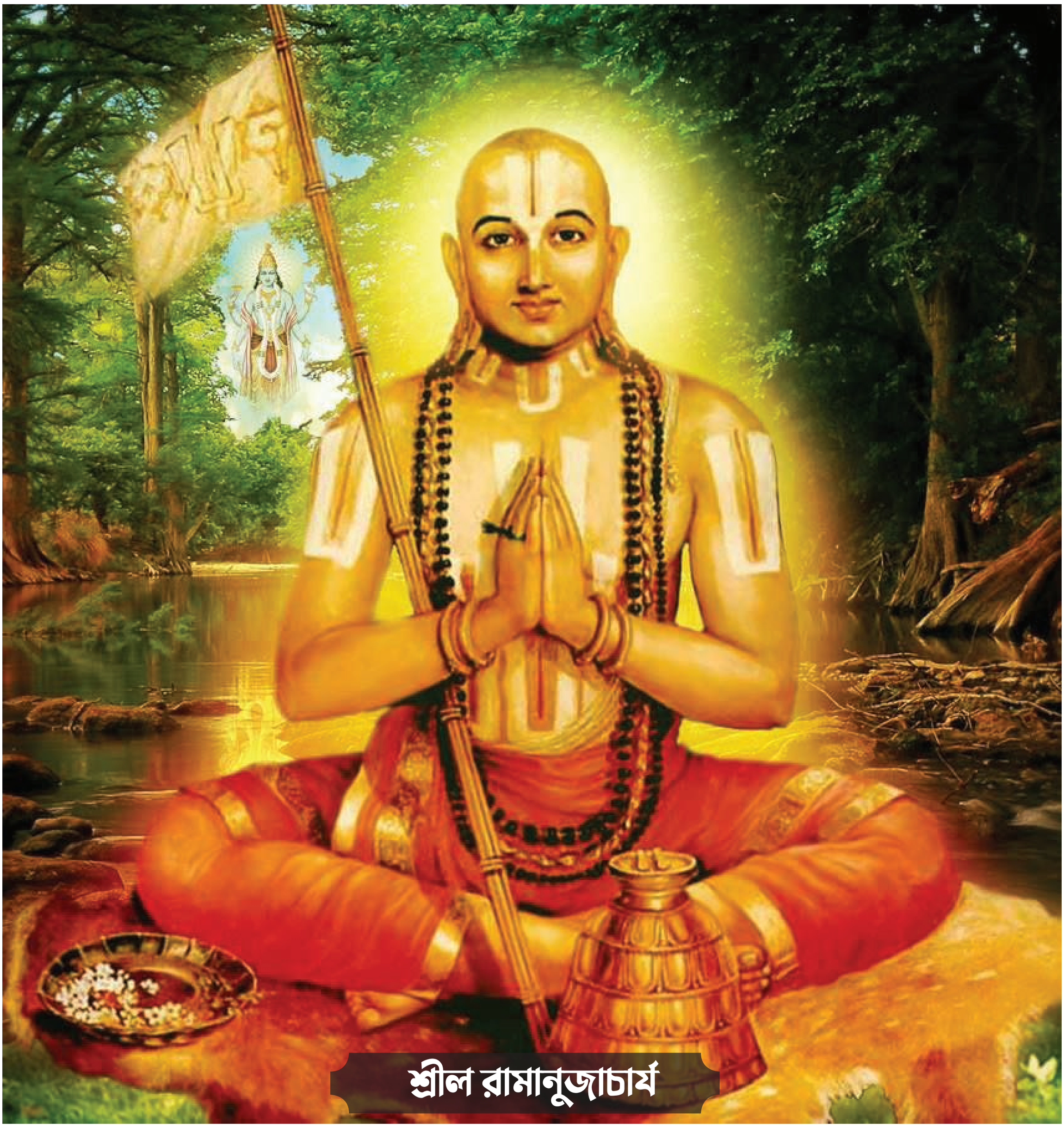

শ্রীল রামানুজাচার্যের কাহিনীতে আছে, যিনি গৃহস্থ হয়েও তাঁর পারিবারিক জীবন থেকে একেবারে নিরাসক্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেননি, কারণ স্ত্রী তাকে বিশ্বস্তভাবে সেবা করতেন। পরে একবার তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি যদি ভগবদ্ভক্তির মধ্যে দু'টি ভুল কর, তা হলে আমি তোমাকে ত্যাগ করব।" একবার তিনি তাঁকে খুব পরিষ্কারভাবে আদেশ করেন বিগ্রহসেবার সময়ে কি কি করতে হবে এবং যে-কোন ভাবেই হোক তাঁর স্ত্রী এমন কিছু করেছিলেন, যা জড় জাগতিক বিচারেই বেশি উপযোগী মনে হয়েছিল। তার ফলে বিগ্রহের সেবা হয়েছিল

অনিয়মিত পদ্ধতিতে এবং তাতে কিছুটা অপরাধও হয়েছিল। আর তার পরে আরও একটা ব্যাপারে কয়েকজন বৈষ্ণবজনকে অভ্যর্থনা আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও তিনি সেখানে বিচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। এই দুটি প্রমাদের পরে, শ্রীরামীনু জাচার্য তাঁকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু যতদিন স্ত্রী তাঁকে যথাযথভাবে সেবা করেন, ততদিন স্ত্রীর কোনও দায় ছিল না, দায় ছিল শ্রীরামানুজের। যদি তাঁর পক্ষে পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনধারার মধ্যে বিশেষ কোনই প্রয়োজন ছিল না, তবে যেহেতু স্ত্রী তাঁর সেবা করতেন, তাই তাঁকে সেবকার্যে নিয়োজিত রাখতে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাঁকে ভরণপোষণের জন্য তিনি দায়বদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে স্ত্রী নিজেকে শ্রীরামানুজের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী ভাবতে শুরু করেন এবং নিজেকে যথার্থ বলেই মনে করতে থাকেন, তখনই রামানুজকে হারাতে হয়।

যদি কোনও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত কিংবা ভগবদ্ভক্তিতে সামান্য মাত্র অগ্রসর হয়েছে, এমন কোনও ভক্ত নিজ মনে স্বাতন্ত্র্যভাব জাগায় আর নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে ভাবতে শুরু করে, তা হলে তার কর্মফলের জন্য সে দায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন করে ফেলে, তা হলে তো তার আশ্রয় বলতে কোন কিছুই রইল না।

বৈষ্ণবদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তা হলেও

এটা যে কোনও কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ আমাদের দেখতে হবে যে, তার ব্যাখ্যা বিবেচনা, বা বয়স্ক গুরুভাইদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যা কিছুই গুরুর কাছে সন্তোষজনক, তা যেন যথার্থ হয়।

অবশ্য, ব্যাপারটা যদি গুরুভাইদের মধ্যে ঘটে, তা হলে যে তাঁরা আশ্রয় বিচ্যুত হয়ে পড়েন, তা নয়। তবে গুরুর কি অভিলাষ, তা উপলব্ধি করাটা নিশ্চয়ই একটা দায়িত্বের ব্যাপার।

সুতরাং সাধু, শাস্ত্র, আর গুরু মেনে চলাই সর্বদা নিরাপদ পন্থা। গুরু এবং শাস্ত্র যা বলেন, তা পরম সত্য। সাধুরা বা প্রবীণ বৈষ্ণবেরা ব্যাখ্যা দেন বা তাঁদের উপলব্ধি অভিব্যক্ত করেন যে, গুরু এবং শাস্ত্র বাক্য কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় এবং গুরু-বাক্য বা শাস্ত্র-বাক্যের কি অর্থ।

যখন কেউ কোনও বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সব সময়েই সাধুজনের সাথে আলোচনা করে নেওয়া মঙ্গলজনক। যদি গুরু উপস্থিত থাকেন, তা হলে অবশ্য তিনি যা বলেন, তা কৃষ্ণের বাণীর মতোই কল্যাণময়।

সুতরাং এইভাবে কেউ যদি এমন কাজ করে চলে যাতে তার দায় থাকে না, বরং সকল সময়ে সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, যা কিছুই করছে, সবই গুরু, সাধুজন আর শাস্ত্রাদিসম্মত হচ্ছে,

তবে তো সে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকে। কোনই আশঙ্কা থাকে না। কোনও সময়ে হয়ত প্রচারকার্যে বিপদাশঙ্কার ঝুঁকি নিতেও হয়, তবে কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝুঁকি না নেওয়াই হল সবচেয়ে ভাল পন্থা।

আমাদের কৃষ্ণভাবনা চর্চায় আমরা কোনও ঝুঁকির দায় নিই না, তবে প্রচার কার্যের সময় জড়-জাগতিক ঝুঁকি নিয়ে থাকি। যে কাজ কৃষ্ণের অনুমোদিত কি না জানি না, তেমন কিছু করার দায় নিতে আমরা চাই না। তবে যদি জানি যে, কোন্ কাজ কৃষ্ণের অনুমোদিত, তখন তার জন্য অন্য যেকোনও বিপদাশঙ্কার ঝুঁকি নিতে আমরা রাজি আছি। যখন আমরা ঠিক মতো নিশ্চিন্ত নয় যে, কাজটা কৃষ্ণের অনুমোদিত কি না, তবে কোনও একটা উৎসাহ উদ্দীপনা বা মনোবল নিয়ে করে ফেলি, তখন সত্যিই অন্যান্য বৈষ্ণবজনের সাথে বা গুরুর সাথে আলোচনাও করিনি, বা যে কাজের সমর্থনে প্রত্যক্ষভাবে কোনও পারমার্থিক শাস্ত্র-প্রমাণাদিও আমাদের কাছে থাকে না। কিন্তু যেভাবেই হোক তা আমরা করে ফেলি, তখন তাকে বলা হয় খামখেয়ালি কাজ, যে কাজের প্রামাণ্য সমর্থন নেই, অনুমোদন নেই। সেটা অনুমোদিত কাজ কি না তা যদি আমরা না জানি, তা হলেও তা হঠকারিতা। যথাযথভাবে আমাদের জেনে নিতেই হবে, "আমি যা করছি, তা ঠিক। আর প্রচার কার্যে এ কাজের প্রয়োজন আছে, এবং এ কাজে সাধুজন, শাস্ত্রাদি আর গুরুদেবের স্বীকৃতি সমর্থনও আছে। যদি আমরা এইভাবে সব কাজ সর্বদা করতে থাকি, তা হলে কি করে আমরা অপরাধ করতে পারি, বা

ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারি? এইভাবেই আমরা অন্য বৈষ্ণবজনে এবং গুরুদেবে শ্রদ্ধা রাখতে পারি, বুঝতে পারি যে, তাঁদের আশ্রয় থেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন হয়ে চলতে গেলেই আমরা সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পড়বই।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৭

গুরুদেব আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন

"আমরা এই জড় জগতের কেউ নই; আমরা চিন্ময় জগতের অধিবাসী। যেহেতু আমাদের ভগবানকে দর্শন করার মতো শুদ্ধতা নেই, তিনি আমাদেরকে গুরুদেব প্রদান করেছেন। আমরা গুরুদেবকে দর্শন করতে পারছি, তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জ্ঞানদ্বীপ্ত হতে পারি। এই পদ্ধতিতে, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানকে মুখোমুখি দর্শন করতে পারছি ততক্ষণ গুরুদেব আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন।"

-৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫, পার্থ, অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

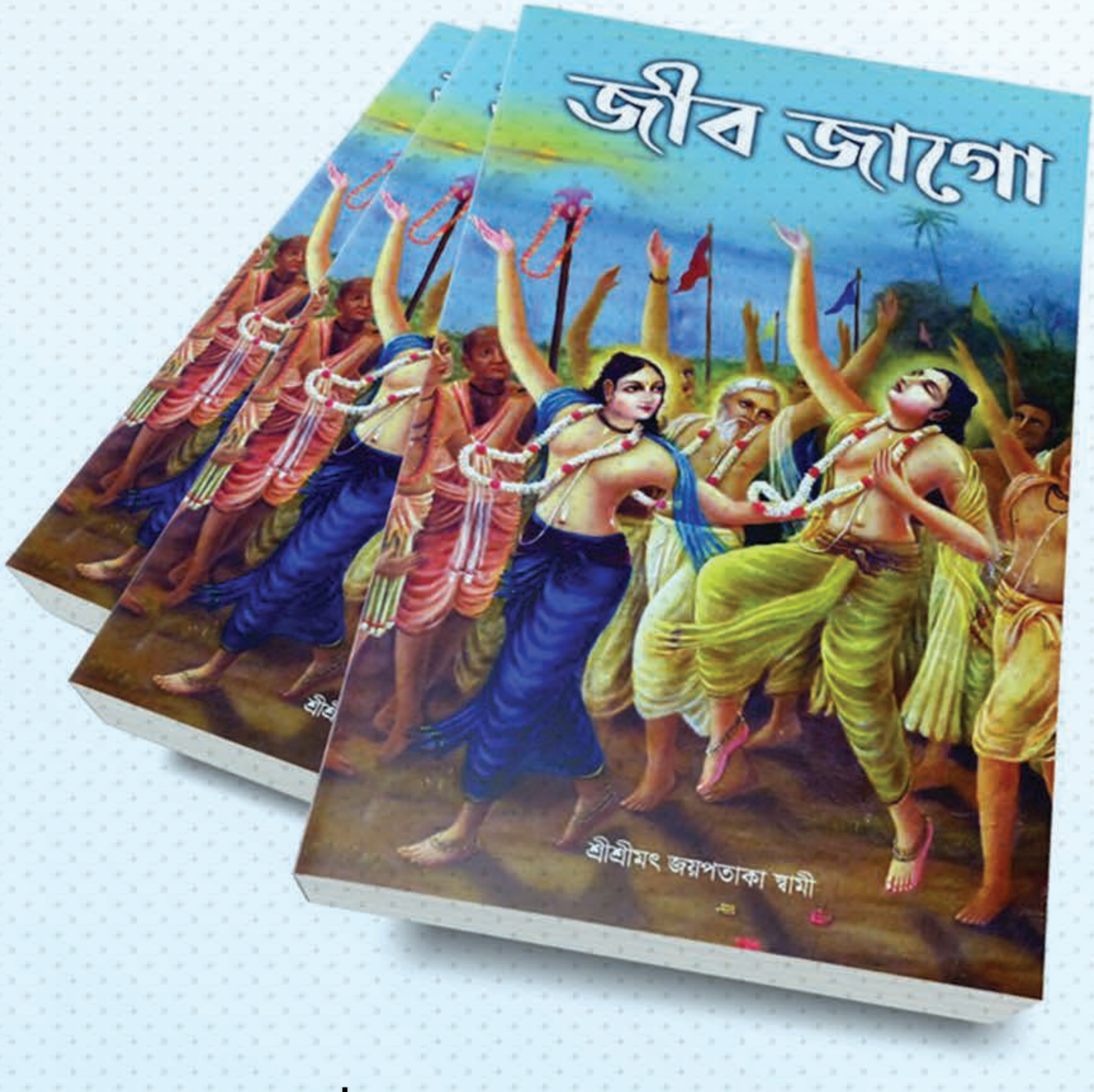

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+91 9800915553